মৌলভী মোহাম্মদ নাজেম ------- বাদী
বনাম
মোহাং নুরুল ইসলাম গং------বিবাদী

Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO.J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান**, সিনিয়র সহকারী জজ**

মঙ্গলবার the ২৮ day of ফেব্রুয়ারী**, ২০২৩**

Other Suit No. ১২০১ / ২০২১

মৌলভী মোহাম্মদ নাজেম Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

মোহাং নুরুল ইসলাম গং Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming onfor final hearing on ১৭/০৫/১৫ খ্রিঃ, ১৯/০১/১৬ খ্রিঃ, ১২/০৬/১৬ খ্রিঃ, ১৮/০১/১৭ খ্রিঃ, ২০/০৪/১৭ খ্রিঃ, ২৪/০৯/১৭ খ্রিঃ, ২৭/০৩/১৮ খ্রিঃ, ২১/০৮/১৯ খ্রিঃ, ২৮/০১/২০২০ খ্রিঃ ও ০৭/০২/২১ খ্রিঃ।

In presence of

জনাব কবিশেখর নাথ (পিন্টু) Advocate for Plaintiff/ petitioner

জনাব স্বপন কুমার চৌধুরী Advocate for Defendant/Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা নালিশী সম্পত্তিতে স্বত্ব সাব্যস্থে দখল স্থিরতর সহ বিভাগের প্রার্থনায় আনীত দেওয়ানী মোকদ্দমা।

অত্র মামলাটি বিগত ০১/১২/২০০২ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সহকারী জজ, ১ম আদালত, পটিয়া এ দায়ের হলে উহা অপর ৩১৭/২০০২ নম্বর মামলা হিসাবে রেজিষ্ট্রি ও বালামভুক্ত হয়। পরবর্তীতে বিগত ১৪/০৯/২০২১ খ্রিঃ তারিখে মামলাটি প্রশাসনিক আদেশ মূলে সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়ায় বদলী হয় এবং অপর ১২০১/২০২১ নম্বর ধারন করিয়া রেজিষ্ট্রিভুক্ত হয়।

অপর মামলা নং-১২০১/২০২১

মৌলভী মোহাম্মদ নাজেম ------- বাদী
বনাম
মোহাং নুরুল ইসলাম গং------বিবাদী

বাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,

১) ১ নং তপশীলোক্ত সম্পত্তি রমজান আলী এবং আলিম উল্লাহর এবং ২ নং তপশীলোক্ত আর. এস. ১০৪৩৩ দাগের ভূমির একক মালিক রমজান আলী ছিল। সেমতে আর এস খতিয়ান প্রচারিত হয়। রমজান আলী মরনে ১ম স্ত্রীর গর্ভজাত দুই কন্যা বদিউন্নিছা ও আতরজান এবং ২য় স্ত্রী আশরাফ বিবির গর্ভজাত ৪ কন্যা ফতেমা খাতুন, গুন্নু বিবি , সরফুন্নিছা এবং ফয়জুন্নিছা ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। আর এস রেকর্ডী আলিম উল্লা ও ফয়জুন্নিছা স্বামী-স্ত্রী হয়। রমজান আলীর বসতগৃহে আলিম উল্লাহ গৃহ জামাতা ছিলেন। রমজান আলী তপশীলোক্ত সম্পত্তি সংক্রান্তে ২৪/০৭/১৯৩০ ইং তারিখে ১৬২০ নং নিরুপন নামা দলিল সম্পাদন করেন।

২) উক্ত নিরুপননামা মতে কন্যা সরফুন্নিছাকে ১(ক) নং তপশীলে ৲২//. এবং ২(ক) নং তপশীলে বর্ণিত দাগের আন্দর ৲২।।. বা .০৫ শতক; গুন্নু বিবিকে ৲২//. এবং ২নং তপশীলে ৲২।।. ; বদিউন্নিসা কে ১ নং তপশীলে ৲২//. এবং আতর জানকে ৲২// এবং ২ নং তপশীলের আন্দর কন্যা ফতেমা খাতুনকে ৲৫ গন্ডা এবং বাদ বাকী ১৭ শতক সম্পত্তি স্ত্রী মোশারফ বিবিকে অর্পন করেন। ১ নং তপশীলের বর্ণিত ভূমি বন্টনের পর অবশিষ্ট ৲৩।।/. কন্ট ভূমি কন্যা ফয়জুনিছাকে অর্পন করেন।

৩) উক্ত বদিউন্নিছা এবং আতরজান ১৯৩৩ ইং তারিখে ৫১০ নং কবলামুলে ৲৪।/. ভূমি ঠান্ডা মিয়ার নিকট এবং ঠান্ডা মিয়ার নিকট হতে উক্ত ভূমি বিগত ১৯৪৩ ইং সনে ১-৩ নং বিবাদীর পূর্ববর্তী ছালে আহাম্মদ ক্রয় করেন। ছালে আহাম্মদ পুনরায় ৪ শতক ভূমি ৩১/০৭/১৯৫১ ইং তারিখের ৪৮১০/ ৪৮১১ নং কবলামুলে বাদী এবং ৫ নং বিবাদীর পূর্ববর্তী বরাবরে বিক্রয় করেন। পরবর্তীতে ২৬/০৫/১৯৫৫ ইং তারিখের কবলা মূলে আর. এস. ১০৩১৫ দাগের আন্দর ৲।।. কড়া ভূমি ১০/ ১১নং বিবাদীর পূর্ববর্তী হামিদ শরিফ বরাবর এবং ৲১।।/. পরিমান ভুমি ২৬/০৮/১৯৫৯ ইং তারিখের ৬৫৮১ নং কবলামূলে আবদু ছালাম এর নিকট বিক্রয় করেন। অবশিষ্ট ৲।।/. কন্ট ভূমিতে স্বত্ববান দখলকার থাকা অবস্থায় লোকান্তরে তৎ স্বত্ব ১-৩ নং বিবাদী প্রাপ্ত হয়। বাদী এবং তৎ ভ্রাতা মোহাং জমা (৫-৭ নং বিবাদীর পূর্ববর্তী) হামিদ শরিফের বিরুদ্ধে পটিয়া ৪র্থ মুন্সেফী আদালতে ৯২/১৯৫৫ নং মিচ অগ্রক্রয় মামলা মূলে ৲।।. কড়া ভূমি প্রাপ্ত হন।

৪) গুন্নু বিবি তৎ স্বত্ব ১৩/০৮/১৯৩৪ ইং এর ৩২৮৩ নং কবলামুলে আলিম উল্লাহ বরাবরে হস্তান্তর করেন। মোশারফ বিবি মরনে তৎ স্বত্ব কন্যা ফয়জুন্নিছা গং পায়। প্রত্যেকে ৪ শতক করে প্রাপ্ত হয়। রমজান আলীর কন্যা ফাতেমা খাতুন মরনে তৎ স্বত্ব কন্যা রশিদা খাতুন ও হাজেরা খাতুন এবং ভগ্নি ফয়জুন্নিছা, সরফুন্নিছা ও গুন্নু বিবি প্রাপক হন। হাজেরা খাতুন তৎ স্বত্ব ১৯/০৯/১৯৫৭ ইং এর ৬৯০৬ নং দলিল মুলে বাদীর বরাবরে এবং রশিদা খাতুন ৫ নং বিবাদীর বরাবরে হস্তান্তর করেন। ১-৩ নং বিবাদী রশিদা খাতুনের গর্ভজাত পুত্র কন্যা বটে।

৫) সরফুন্নিছা পিতা ও মাতা এবং ভগ্নি ফাতেমা খাতুন হতে প্রাপ্ত স্বত্ব ১৯/১০/১৯৪৩ ইং তারিখে ৯৪৭১ নং কবলা এবং ১৪/১১/১৯৬৭ ইং তারিখের ৭৯০৩ নং কবলা মুলে বাদীর বরাবর বিক্রয় করেন। একইভাবে রমজান আলীর কন্যা গুন্নু বিবি তৎ পিতা-মাতা ও ভগ্নী হতে প্রাপ্ত সম্পত্তি হইতে ৲৫ গন্ডা ভূমি

ঠান্ডা মিয়ার নিকট বিক্রয় করেন। বিক্রয় বাদ অবশিষ্ট (।//. ভূমি বাদীর বরাবরে আপোষে ত্যাগ পান। গুন্নু বিবির মৃত্যুতে তৎ ওয়ারিশ ২৫-২৭ নং বিবাদীগণ কখনো উক্ত ভূমি দাবী করেননি

৬) আলিম উল্লা ১নং তপশীলোক্ত খতিয়ানে অংশ মতে (১২।. এবং গুন্নু বিবি হইতে খরিদ সূত্রে (২//. সর্বমোট (১৪।//. ভূমিতে স্বত্ববান থাকাবস্থায় মরনে স্ত্রী ফয়জুন্নিছা, পুত্র বাদী এবং ৫-৭ নং বিবাদীর পূর্ববর্তী মোহাম্মদ জমা এবং কন্যা ১৪ নং বিবাদী ও মফিজা খাতুন প্রাপ্ত হয়। মফিজা খাতুন মরনে তৎ স্বত্ব মাতা ফয়জুন্নিছা এবং পুত্র ১৫-১৬ নং বিবাদী প্রাপ্ত হয়। ১৫ নং বিবাদী তাহার স্বত্ব ৮/১/১৯৭০ ইং এর ১৬৭ নং দলিল মূলে বাদীর নিকট বিক্রয় করেন। ১৬নং বিবাদীর স্বত্ব খরিদ সুত্রে ৫ নং বিবাদী প্রাপ্ত হওয়া মর্মে দখল আছেন। ৮ নং বিবাদীর খরিদা স্বত্ব দক্ষিণাংশে ১-৩ নং বিবাদীর বরাবর ছাড়িয়া দিয়া উক্ত ৮নং বিবাদী নালিশী ভূমির উত্তরাংশে বাদীর স্বত্বীয় ভূমি জোর পূর্বক দখল করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রহিয়াছে।

৭) আর. এস. রেকর্ডী রমজান আলীর কন্যা ও আলিম উল্লার স্ত্রী ফয়জুন্নিছা ১ নং তপশীল আন্দর নিরুপন নামা মতে (৩।।/. স্বামী আলিম উল্লা হতে (১И১২ তিল ও কন্যা মফিজা খাতুন হতে।/৪ তিল সর্বমোট (৫।।//১৬ তিল এবং ২(ক) তফসিলে মাতা মোশারফ বিবি হতে (২/১০ ও ভগ্নি ফাতেমা হতে ফতু সুত্রে (И(১০ তিল মোট (২И// ভূমিতে স্বত্ববান থাকা অবস্থায় মরনে তৎ স্বত্ব পুত্র বাদী এবং মোহাং জমা এবং কন্যা ১৪ন ং বিবাদী প্রাপ্ত হয়। মোহাং জমা তৎ মাতা ফয়জুন্নিছা হইতে ২(ক) বন্দে বর্ণিত দাগ আন্দর (১//. ভূমিতে স্বত্ববান থাকা অবস্থায় ৩/২/৭০ ইং তারিখে ৯৩৮ নং কবলা মুলে ১ গন্ডা ভূমি ১৭-১৯ নং বিবাদীর নিকট বিক্রয় করেন। বিক্রয় বাদ অবশিষ্ট //(দুই কন্ট) ভূমি হইতে ৫-৭ নং বিবাদী এবং ৭ নং বিবাদীর সহোদর ভ্রাতা মোঃ সেলিম প্রত্যেক ((১০ তিল পরিমাণ স্বত্ব প্রাপক হন। ৫ নং বিবাদী ২(ক) বন্দে প্রাপ্তীয় স্বত্ব মোহাং রফিক ও মোছাম্মৎ পারভিন আকতারের নিকট বিক্রয় করেন। তাহারা উক্ত ভূমি এবং ৬ নং বিবাদী স্বীয় পিতা হইতে ওয়ারিশ সুত্রে প্রাপ্ত ভূমি ৪ নং বিবাদীর নিকট বিক্রয় করেন। এখন ৪ নং বিবাদী উক্ত ভূমির সহিত সম্পৃক্ত ভূমি তথা বাদীর চিহ্নিত দখলী ০২(ক) বন্দের স্থিত ভূমির অংশ বিশেষ দখল করিয়া বাদীর ভোগ দখলে বিঘ্ন করিবে মর্মে প্রকাশ্যে আসফালন করিতেছে। বাদী ওয়ারীশ ও খরিদসূত্রে ০১(ক) বন্দে বর্ণিত ১২।।// তিল ভূমিতে এবং ২(ক) তফসিলে আন্দরে (৯।//((১০ তিল ভূমিতে চিহ্নিত মতে ভোগ দখলে আছেন।।

৮) ২(ক) বন্দের বর্ণিত দাগে ১৪ নং বিবাদী তৎ মাতা ফয়জুন্নিছা হইতে ওয়ারিশ সূত্রে (।।/ ভূমি এবং ১৭-১৯ নং বিবাদী খরিদা সূত্রে (১ গন্ডা ভূমিতে স্বত্ববান দখলকার থাকাবস্থায় ২(ক) বন্দে বর্ণিত দাগের আন্দর বাদীর স্বত্বাংশ কাতে (৫।। ১৪ নং বিবাদীর স্বত্বাংশ কাতে (।। কড়া এবং ১৭-১৯ নং বিবাদীর স্বত্বাংশ কাতে (।. কড়া ভূমি ১৯৮৪-১৯৮৫ ইং এর ৩৩/৩৪ নং এল. এ. মোকদ্দমা মূলে অধীগ্রহণ করিলে উক্ত ইউছুফ সওদাগরের পরবর্তী ওয়ারিশগণ И কড়া (তিন কড়া) ভূমি বাবদ ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করতঃ উক্ত ভূমি হইতে চিরতরে স্বত্ব দখলচ্যুত হয়।

৯) ১(ক) বন্দের বর্ণিত ভূমিতে বাদী মৌরশী আমল হতে বসতগৃহ স্থাপনে এবং ২(ক) বন্দেও নাল ভূমি বাদী পৃথক সীমা চিহ্নিত মতে সর্বসাধারণের জ্ঞাতসাওে ভোগদখলে নিয়ত আছেন। ৪ নং বিবাদী

বর্তমানে বাদীর স্বত্ব দখলীয় ভূমি আত্বসাঅংশাতিরিক্ত ভূমি দখল করতঃ বাদীর স্বত্ব দখলীয় ২(ক) বন্দের ভূমি সম্পূর্ণ অকেজো করিয়া নাম মাত্র মূল্য আত্মসাৎ করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রহিয়াছে।

১০) ১-৩নং বিবাদীর পূর্ববর্তীর ২নং তপশীলোক্ত সম্পত্তি পূর্বে বিক্রয় করিয়া নিঃস্বত্ববান হয়। ১নং তপশীলে তাহারা ৫।।/ পরিমান ভূমি প্রাপক হন। ১-৩ নং বিবাদী এবং তাদের পূর্ববর্তী ছালে আহামদের নামে বি এস খতিয়ানে অংশাতিরিক্ত জরীপ হয়েছে যাহা ভিত্তিহীন ও অশুদ্ধ হয়। একইভাবে ২(ক) বন্দে আর. এস. ১০৪৩৩ দাগের ভূমি বি. এস. জরীপে ১৫৫৫৪ দাগে বাদীর স্বত্ব।।. (আট) আনা অংশের স্থলে /.(এক) আনা অংশ কম জরিপ হয়েছে। বিবাদীদের পূর্ববর্তী নামে অংশাতিরিক্ত ভাবে ও ভুলক্রমে জরিপ প্রচারিত হয়েছে যাহা ভিত্তিহীন। গত ২৫/১১/২০০২ ইং তারিখে বি. এস. খতিয়ানের সহীমোহর নকল প্রাপ্তে বি. এস. খতিয়ান ভুল মর্মে জানতে পারেন। ১-৮ নং বিবাদীগণ ১(ক) এবং ২(ক) তপশীলের ভূমিতে বাদীর স্বত্ব অস্বীকার করিয়া জোরপূর্বক বেদখলের হুমকি প্রদর্শন করায় বাদী অত্র মামলা আনয়ন করেন।

১১) **অন্যদিকে, ১-৩ নং বিবাদীপক্ষ লিখিত বর্ণনা দাখিল করে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। উক্ত বিবাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,** তফসিলোক্ত সম্পত্তির সি এস রেকর্ডীয় মালিক ছিলেন করম আলী। তিনি ২ পুত্র রমজান আলী ও মকবুল আলী কে ওয়ারীশ রেখে মারা যান। রমজান আলী মরনে ৬ কন্যা ফয়জুন্নেসা গং ওয়ারীশ থাকে। রমজান আলীর ২ স্ত্রী মধ্যে ১ম স্ত্রী গর্ভজাত কন্যা ফয়জুন্নেসা বদিউন্নেসা ও আতরেন্নসা এবং ২য় স্ত্রী মোশারফজানের গর্ভজাত ০৩ কন্যা যথাক্রমে গুন্নু বিবি, ছরফন্নেসা ও ফাতেমা খাতুন হয়। উক্ত ফাতেমা খাতুন মরনে ২ কন্যা রশিদা খাতুন ও হাজেরা খাতুন ওয়ারীশ থাকে। রশিদা খাতুনের পুত্র কন্যা ১-৩ নং বিবাদীগণ হয়।

১২) ছরফুন্নেসার স্বত্ব ১ নং বিবাদী খরিদসূত্রে প্রাপ্ত হয়। বদিউন্নেসা আতর জান ও গুন্নু বিবির স্বত্ব ১৯৩৩ ইং ও ১৯৩৮ ইং সনের কবলামুলে খরিদ সূত্রে ঠান্ডা মিয়া প্রাপ্ত হয়। ঠান্ডা মিয়া হতে ২৫/১০/১৯৪৩ ইং তারিখে ছালেহ আহম্মদ খরিদ করেন। উক্ত সালেহ আহম্মদ মরনে তৎ স্বত্ব ১-৩ নং বিবাদীগণ প্রাপ্ত হয়। আর এস রেকর্ডী রমজান আলীর সমুদয় স্বত্ব ২৮/০৭/১৯৩০ ইং তারিখের ১৬২০ নং নিরুপননামা দলিলমূলে বিবাদীদের মাতা ফাতেমা খাতুন সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। মাতা মরনে অত্র বিবাদীগণ মাতার স্বত্বে ও পিতার খরিদ স্বত্বে স্বত্ববান হন। রমজান আলীর কন্যা ফয়জুন্নেসা মরনে তৎ ওয়ারীশ ২ পুত্র মৌলভী মোহাঃ নাজেম ও মোহাম্মদ জমা এবং ১ কন্যা আছমা খাতুন ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। মোহাম্মদ জমা মরনে তৎ ওয়ারীশ গণ প্রাপ্ত হয়।

১৩) নালিশী সম্পত্তির আর এস মালিক রমজান আলী বড় ও মকবুল আলী ছোট হয়। বিগত আর এস জরিপে মকবুল আলীর নামে রেকর্ড হওয়া ভুল বটে। আর এস রেকর্ডী আলিম উল্লাহ রমজান আলীর কন্যা ফয়জুন্নেসার স্বামী হন। আর এস জরিপ চলাকালে রমজান আলী ছোট ভাই মকবুল আলীর নামে রেকর্ড না করাইয়া নিঃসত্ববান জামাতা আলীম উল্লাহর নামে রেকর্ড করিয়ে রাখেন। নালিশী তপশীলের দাগাদির ভূমিতে অধীন বিবাদীগণ মাতা ফাতেমা খাতুন থেকে ও পিতা ছালেহ আহামদ থেকে প্রাপ্ত স্বত্বাংশীয় ভূমি ধারাবাহিক ক্রমে এজমালিতে ভোগ দখল করিয়া আসিতেছে। নালিশী ভূমি জাবেদা মতে শরিকদারদের

মধ্যে বিভাগ হয় নাই। ইতিপূর্বে নালিশী সম্পত্তি নিয়ে অত্র বিবাদীগণ বাদী হয়ে বিভাগ ২৯৬/০২ ইং মোকদ্দমা আনয়ন করে। উক্ত মোকদ্দমায় বাদী সমন নোটিশ যথাযথ ভাবে প্রাপ্ত হইয়া মামলার বিষয় জ্ঞাত হওয়ার পর অধীনের বিরুদ্ধে অত্র মিথ্যা হেতু বিহীন ও বানোয়াটি মামলা দায়ের করেন। বাদীর আর্জির বর্ণিত উক্ত মতে বাদী নালিশী তপশীলের ভূমিতে আলীম উল্লার স্বত্বে স্বত্ববান হওয়া ও তদ মূলে ভোগ দখলে থাকা, ৫/৬/২০০০ ইং, ১৯/১০/৪৩ ইং তারিখে ১৪/১১/৬৭ ইং, ৮/৯/৭০ ইং, ৩১/০৭/৫১ ইং, ১/১০/৫৫ ইং, ১০/৪/৯৬ ইং, ১৯/৯/৪৭ ইং কবলা মূলে স্বত্ববান ভোগ দখলকার হওয়া ১৯৮৪-৮৫ ইং ৩৩/৩৪ এল. এল. মামলা মূলে নালিশী ভূমি অধিগ্রহণ করা, নালিশী ভূমির ক্ষতি পূরনের টাকা হারাহারি মতে গ্রহণ করা নালিশী ভূমিতে বাদী তমাদি দর তমাদির উর্ধকাল যাবৎ ভোগ দখলে থাকা, নালিশী ২(ক) তপশীলের ভুমিতে বাদী ভোগ দখলে থাকা ও অল্প মূল্যে খরিদ করিতে চাওয়া ১-৩ নং বিবাদীগণ তাহাদের প্রাপ্ত ভূমি ইতিপূর্বে বিভিন্ন লোকের নিকটে বিক্রয় করা, বি. এস. জরীপে ১-৩নং বিবাদীগণের নামে অংশাতিরিক্ত ভূমি রেকর্ড হওয়া বি. এস. জরীপ ভুল ভিত্তিহীন ও অশুদ্ধ হওয়া, ১২/১১/০২ ইং তারিখে নালিশী মৌজায় নালিশের হেতু উদ্ভব হওয়া ইত্যাদি বিষয় সমূহ সত্য নহে। নালিশী নাল ভূমিতে ধান্যাদি রোপনে ছেদনে বিবাদীগণ ভোগ দখলে রয়েছে। বাদীর মামলা মিথ্যা যাহা খরচা সহ খারিজযোগ্য।

বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ

১৪) অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে নিম্নলিখিত বিষযসমূহ বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।

১) অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না?
২) অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?
৩) অত্র মোকদ্দমা তামাদি দ্বারা বারিত কি না?
৪) অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কি না ?
৫) নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের কোন স্বত্ব স্বার্থ ও দখল আছে কি না ?
৬) নালিশী সম্পত্তি সংক্রান্তে বাদীপক্ষ বিভাগের প্রাথমিক ডিক্রী পাবার হকদার কিনা ?

উপস্থাপিত সাক্ষ্য ঃ

১৫) মামলা প্রমাণার্থে বাদীপক্ষ ০১ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ এম. এম. মুছা জামালী (P.W.1)। জবানবন্দি প্রদানকালে P.W.1 নিম্ন বর্নিত কাগজাদি দাখিল করেন যা প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত হয়।

১। আর এস ১২৩৯, ৩৮৮৭, ১৫২৭নং খতিয়ানের সি. সি. ও আসল	প্রদর্শনী ১ সিরিজ
২। বি এস -১২৬০ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী ২

৩। বি. এস. ৬৮০, ২৩৯৬, ২৬৩৬, ২৬৩০ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী ৩ সিরিজ
৪। খাজনার দাখিলা ০৪ ফর্দ্দ	প্রদর্শনী-৪ সিরিজ
৫। ২৮/০৭/৩০ ইং তারিখের ১৬২০ নং দলিলের সি. সি.	প্রদর্শনী-৫
৬। ১৯/০৯/৫৭ ইং তারিখের ৬৯০৬ নং দলিলের আসল	প্রদর্শনী-৬
৭। ১৯/১১/৪৩ ইং তারিখের ৯৪৭১ নং দলিলের সি. সি.	প্রদর্শনী-৭
৮। ১৪/১১/৬৭ ইং তারিখের ৭৯০৩ নং কবলার সি. সি.	প্রদর্শনী- ৮
৯। ২৯/০৯/৪৩ ইং তারিখের ৯৮২৯ নং কবলা সি. সি.	প্রদর্শনী- ৯
১০। ২৭/০৮/৪৭ ইং তারিখের ৫৩৩৮ নং দলিলের সি. সি.	প্রদর্শনী- ১০
১১। ২৫/০৭/৫১ ইং তারিখের ৪৮১০ নং কবলার আসল ও ৪৮১১ নং কবলার আসল	প্রদর্শনী- ১১ সিরিজ
১২। ১৩/০৮/৩৪ ইং তারিখের ৩২৩৮ নং দলিলের আসল	প্রদর্শনী- ১২
১৩। ১৭/০৫/৩৩ ইং তারিখের ৫১০ নং কবলার সি. সি.	প্রদর্শনী- ১৩
১৪। ০৭/০১/৭০ ইং তারিখের ১৬৭ নং দলিলের আসল	প্রদর্শনী- ১৪
১৫। ০৭/০৩/২০০০ ইং তারিখের ৩৪৯৭ নং কবলার আসল	প্রদর্শনী- ১৫
১৬। ২৫/০৮/৫৯ ইং তারিখের ৬৫৮১ নং দলিলের সি. সি.	প্রদর্শনী- ১৬
১৭। ০৩/০২/৭০ ইং তারিখের ৯৩৮ নং দলিলের আসল	প্রদর্শনী- ১৭
১৮। অপর জারী ১৮/১৯৫৬ নং মামলার আদেশের সি. সি.	প্রদর্শনী- ১৮
১৯। মিছ অগ্রক্রয় ৯২/১৯৫৫ নং মামলার আদেশের সি. সি.	প্রদর্শনী- ১৯

অপরদিকে বিবাদীপক্ষ P.W.1 কে আংশিক জেরা করেছেন। বিবাদীপক্ষ অত্র মামলায় কোন মৌখিক বা দালিলিক সাক্ষ্য প্রদান করেননি।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

---

১৬) <u>বিচার্য বিষয় নম্বর ১, ২, ৩ ও ৪ ঃ " অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না ?" + " অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?"+" অত্র মোকদ্দমা তামাদিদোষগত কারণে বারিত কি না ?" + " অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কিনা ?"</u>

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিদার্থে উপরোক্ত বিচার্য বিষয়সমূহ একত্রে নেওয়া হলো। মামলার প্লিডিংস ও উপস্থাপিত সাক্ষ্যপ্রমান আমি খুব মনোযোগের সহিত পর্যবেক্ষন করলাম। বর্তমান মামলাটি নালিশী সম্পত্তিতে বাদীর স্বত্ব সাব্যস্থ্যক্রমে দখলস্থির ও বিভাগের প্রার্থনায় আনীত হয়েছে। মামলার নালিশী সম্পত্তি

চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানাধীন শিকলবাহা মৌজায় অবস্থিত। মামলার মূল্যমান ধরা হয়ে ৪০,০০০/- টাকা যাহা অত্র আদালতের স্থানীয় ও আর্থিক এখতিয়ারের অন্তর্ভূক্ত। অত্র মামলাটি সম্পূর্ন দেওয়ানী প্রকৃতির এবং এই আদালতের মোকদ্দমাটি বিচারে কোনরুপ প্রতিবন্ধকতা নেই মর্মে আমি বিবেচনা করি। উক্ত প্রেক্ষিতে মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয়। অত্র মামলায় করার বাদীপক্ষের দাখিলী আরজি প্রকাশিত মতে অত্র মোকদ্দমা রুজুর পর্যাপ্ত কারন বিদ্যমান রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৭) বিগত ২৭/১১/২০০২ ইং তারিখে অত্র মামলার কারন উদ্ভব হওয়ার পর ০১/১২/২০০২ ইং তারিখে মোকদ্দমাটি রুজু হয়। অত্র মামলা তামাদি সময়কালের মধ্যেই রুজু হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। আরজি, লিখিত জবাব, সমস্ত সাক্ষ্য প্রমান ও নথি পর্যালোচনায় এমন কিছু পেলাম না যা দ্বারা মামলাটি পক্ষদোষে দুষ্ট মর্মে সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়। তাছাড়া যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে বিবাদীপক্ষ এই বিষয়ের উপর কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নি। সুতরাং অত্র মামলাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয়; তামাদি দ্বারা বারিত নয় এবং মোকদ্দমা রুজুর যথেষ্ট কারন বিদ্যমান রয়েছে এবং মামলাটি পক্ষদোষে দুষ্ট নয়। এমতাবস্থায়, বিচার্য বিষয় নম্বর ১-৪ বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

১৮) **বিচার্য বিষয় নম্বর ৫ ঃ " নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের কোন স্বত্ব দখল আছে কি না ?"**

বাদীপক্ষ ১(ক) নং তফসিল বর্নিত আর এস ১৫২৭/৩৮৭১/৩৪৮৭ নং খতিয়ানের আর এস ১০৩১৫/১০৩১৬/১০৩১৭ নং দাগ সামিল বি এস ১৩৬৯১/১৩৬৯২/১৩৭০৪ দাগে ৪৯ শতকের আন্দরে ১২।।// কন্ট বা ২৫.৩৩ শতক এবং ২(ক) নং তফসিলে আর এস ১২৩৯ নং খতিয়ানের আর এস ১০৪৩৩ দাগের সামিল বি এস ১৫৫৫৪ দাগে ৩৭ শতক আন্দরে ৩N//১০ বা ৭.৯১ শতক ভূমিতে স্বত্ব দাবি করেছেন।

১৯) নালিশী ১(ক) নং তফসিল বর্নিত আর এস ১৫২৭, ৩৮৭১ ও ৩৪৮৭ নং খতিয়ান [প্রদর্শনী- ১ (গ), ১(ক) ১(খ)] হতে দেখা যায়, আর এস ১০৩১৫, ১০৩১৬, ১০৩১৭ নং দাগে ৪৯ শতক ভূমি আলীম উল্লাহ ।।. আনা অংশে ২৪.৫০ শতক এবং ও রমজান আলী ।।. আনা অংশে ২৪.৫০ শতকে মালিক ছিলেন। আবার নালিশী ২(ক) নং তফসিল বর্নিত আর এস ১২৩৯ নং খতিয়ানে **[প্রদর্শনী-১]** আর এস ১০৪৩৩ নং দাগে ৩৭ শতক ভূমির একক মালিক ছিলেন রমজান আলী।

২০) বাদীপক্ষের দাবিমতে রমজান আলীর মরনে ১ম স্ত্রীর গর্ভজাত ২ কন্যা যথা বদিউন্নেসা ও আতর জান এবং ২য় স্ত্রী মোশারফজান ও তৎ গর্ভজাত ৪ কন্যা যথাক্রমে গুন্নু বিবি, ছরফন্নেসা , ফয়জুন্নেসা ও ফাতেমা খাতুন ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। বাদীপক্ষের দাবিমতে আর এস জরিপ চলাবস্থায় উক্ত রমজান আলী তৎ স্বত্বীয় ভূমি ওয়ারীশদের মধ্যে নিরুপননামা দলিল মূলে বন্টন করেন। উক্ত নিরুপননামা দলিল **[প্রদর্শনী-৫]** হতে দেখা যায় গত ২৪/০৭/১৯৩০ ইং তারিখে রমজান আলী সি এস দাগ উল্লেখে তৎ সম্পত্তি ৬ কন্যা ও স্ত্রী মোশাররফ জান কে বন্টন করেন। ১৯৩৪ ইং তারিখের কবলা [প্রদর্শনী-১২] হতে প্রতীয়মান হয় ১(ক) নং তফসিলোক্ত আর এস ১০৩১৫/১০৩১৬/১০৩১৭ নং দাগের সামিল সি এস দাগ

৭৬৯৭/৪৮৮৫/৪৮৮৬/৪৮৮৭/৪৮৮৮ দাগ হয়। বাদীপক্ষ ২(ক) তফসিলোক্ত আর এস দাগ ভূমি সি এস ৪৫১৯ দাগ ভূক্ত মর্মে দাবি করেছেন।

২১) **[প্রদর্শনী-৫]** পর্যালোচনায় দেখা যায় উক্ত দলিল বর্নিত মতে রমজান আলীর কন্যা সরফুন্নেসা ১(ক) নং তফসিলে আন্দরে ৲২// কন্ট বা ৪.৩৩ শতক এবং ২(ক) নং তফসিলের আন্দরে ৲২।। কড়া বা ৫ শতক; কন্যা গুন্নু বিবি ১(ক) নং তফসিলে আন্দরে ৲১। কড়া বা ২.৫০ শতক এবং ২(ক) নং তফসিলের আন্দরে ৲২।। বা ৫ শতক; কন্যা বদিউন্নেসা ১(ক) নং তফসিলে ৲২// কন্ট বা ৪.৩৩ শতক ; কন্যা আতরজান ১(ক) নং তফসিলে ৲২// কন্ট বা ৪.৩৩ শতক; কন্যা ফাতেমা ২(ক) নং তফসিল আন্দরে ৲৫ গন্ডা বা ১০ শতক ভূমি প্রাপ্ত হয়েছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু রমজান আলীর অপর কন্যা ফয়জুন্নেসা নালিশী দাগাদিতে কোন সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েছেন মর্মে দৃষ্ট হয়নি। তিনি অনালিশী দাগে পেয়েছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। তবে নিরুপননামা দলিলে ফয়জুন্নেসা কে ভিটি তে সম্পত্তি দেওয়া হয়েছে মর্মে স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু উক্ত ভিটি কত দাগে তা স্পষ্ঠ নয়। দলিলে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকায় উক্ত ৲৩।।/ কন্ট বা ৭.১৬ শতক ভূমি রমজান আলীর ওয়ারীশগণ পাবেন বলে আমি বিবেচনা করি। তদানুযায়ী প্রত্যেক কন্যা ১.০৪ শতক ও স্ত্রী মোশারফ জান .৯০ শতক ভূমি প্রাপ্য হন মর্মে প্রতীয়মান হয়। অপরদিকে রমজান আলীর স্ত্রী মোশাররফ বিবি কে ২(ক) তফসিলোক্ত দাগে ৲১০ গন্ডা ভূমি দেওয়া হয় দৃষ্ট হয়। কিন্তু অপরাপর ওয়ারীশগণ কে দেওয়ার পর উক্ত দাগে ১০ গন্ডা নয় বরং ৲৮ গন্ডা ।। কড়া বা ১৭ শতক অবশিষ্ট ছিল যাহা মোশারফ বিবি পেয়েছিল মর্মে প্রতীয়মান হয় এবং এ বিষয়টি বাদীপক্ষ দ্বারা স্বীকৃত। উক্ত মোশারফ বিবি মরনে তৎ ৪ কন্যার মধ্যে ফয়ুজন্নেসা ৪.২৫ শতক, সরফুন্নিসা ৪.২৫ শতক, গুন্নু বিবি ৪.২৫ শতক ও ফাতেমা খাতুন ৪.২৫ শতক ভূমি প্রাপ্ত হয় মর্মে প্রতীয়মান হয়।

২২) **[প্রদর্শনী-১৩]** হতে দেখা যায়, রমজান কন্যা বদিউন্নেসা ও আতরজান ১৭/০৫/১৯৩৩ ইং তারিখে ঠান্ডা মিয়ার নিকট ৲৪।/ কন্ট বা ৪.৬৬ শতক ভূমি হস্তান্তর করেন। ঠান্ডা মিয়া উক্ত ভূমি ১৯৪৩ ইং সনে **[প্রদর্শনী-৯]** মূলে ছালে আহম্মদ এবং ছালে আহম্মদ **[প্রদর্শনী-১১]** মূলে আর এস ১০৩১৬ দাগে ৩ শতক ভূমি বাদী মোঃ নাজেল ও আবদুস সালাম এর নিকট বিক্রয় করেন। **প্রতীয়মান হয় উক্ত কবলামূলে বাদী ১.৫০ শতক প্রাপ্ত হন। আবার [প্রদর্শনী- ১১(ক)]** হতে দেখা যায় বাদী মোহাম্মদ নাজেল ও আবদুস সালাম পুনরায় আর এস ১০৩১৬/১০৩১৭ দাগে ২ শতক ভূমি ছালে আহম্মদ হতে খরিদ করেন। **প্রতীয়মান হয় উক্ত কবলামূলে বাদী মোহাম্মদ নাজেম ১ শতক ভূমি প্রাপ্ত হয়েছেন। আবার [প্রদর্শনী-১৮], [প্রদর্শনী-১৯] ও [প্রদর্শনী-১৯(ক)]** পর্যালোচনায় দেখা যায়, হামিদ শরীফের খরিদা আর এস ১০৩১৫ দাগের ১ শতক ভূমি মোঃ জমা ও বাদী মোহাং নাজেম মিস ৯২/১৯৫৫ নং অগ্রক্রয় মামলামূলে প্রাপ্ত হন। **প্রতীয়মান হয় উক্ত অগ্রক্রয় মামলামূলে বাদী মোহাম্মদ নাজেম .৫০ শতক ভূমি প্রাপ্ত হয়েছেন।**

২৩) বাদীর পিতা আলীম উল্লাহ **[প্রদর্শনী ১২]** মূলে গুন্নু বিবি হতে আর এস ১০৩১৫/১০৩১৬/১০৩১৭ দাগে ৬ শতক খরিদ করেন। কিন্তু গুন্নু বিবি ১(ক) তফসিলে নিরুপননামা দলিল দৃষ্টে ২.৫০ শতক এবং অবন্টিত সম্পত্তি হতে ১.০৪ শতক সহ ৩.৫৪ শতক প্রাপ্ত হয়েছিলেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। **উক্ত প্রেক্ষিতে আলীম উল্লাহ গুন্নু বিবি হতে খরিদসূত্রে ৩.৫৪ শতকে স্বত্ববান হবে মর্মে বিবেচনা করি।**

২৪) আবার **[প্রদর্শনী-৬]** হতে প্রতীয়মান হয় বাদী ১৯/০৯/১৯৫৭ ইং তারিখে নালিশী আর এস ১০৪৩৩ দাগে ৪.২৫ শতক ভূমি ফাতেমা খাতুনের পরবর্তী ওয়ারীশ আছারা খাতুন হতে খরিদ করেছেন। বাদী পরবর্তীতে ১৯/১০/১৯৪৩ ইং তারিখে প্রদর্শনী-৭ মূলে আর এস ১০৩১৬ দাগে ৫.৫০ শতক এবং ১০৪৩৩ দাগে ১০ শতক ভূমি রমজান কন্যা সরফুন্নেসা হতে খরিদ করেন। উক্ত সরফুন্নেছা পুনরায় ১৯৬৭ ইং তারিখে প্রদর্শনী-৮ মূলে আর এস ১০৩১৫ দাগে .৭৫ শতক, ১০৩১৬ দাগে .৫০ শতক ১০৩১৭ দাগে ১.৫০ শতক এবং ১০৪৩৩ দাগে ১ শতক মিলে মোট ৩.৭৫ শতক ভূমি বাদী বরাবর হস্তান্তর করেন। কিন্তু নিরুপননামা দলিল দৃষ্টে সরফুন্নেসা ১(ক) বন্দে ৪.৩৩ শতক এবং ২(ক) বন্দে ৫ শতক প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সরফুন্নেসা তৎ মাতা হতে ৪.২৫ শতক প্রাপ্ত হন মর্মে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং বাদী নাজেম সরফুন্নেসা হতে **খরিদসূত্রে ১(ক) বন্দে ৪.৩৩ শতক এবং ২(ক) ৯.২৫ শতকের** দাবিদার হবেন মর্মে আমি বিবেচনা করি।

২৫) বাদীপক্ষ গুন্নু বিবি হতে ।// এক কড়া ২ কন্ট ভূমি আপোষে প্রাপ্ত হবার দাবি করলেও আপোষমূলে আইনত কোন স্বত্ব অর্জিত হয়নি বলে আমি মনে করি।

২৬) আর এস রেকর্ডী আলীম উল্লাহ ১(ক) তফসিলে আর এস রেকর্ডীয় মালিক হিসাবে ২৪.৫০ শতক এবং খরিদ সূত্রে ৩.৫৪ শতক সহ সর্বমোট ২৮.০৪ শতকে স্বত্ববান থাকাবস্থায় মরনে আলীম উল্লাহর মৃত্যুতে স্ত্রী ফয়জুন্নেসা ৩.৫১ শতক, ২ পুত্র **বাদী ৮.১৮ শতক** ও ৫-৭ নং বিবাদীর পূর্ববর্তী মোহাম্মদ জমা ৮.১৮ শতক এবং ২ কন্যা ১৪ নং বিবাদী ৪.০৯ শতক ও মফিজা খাতুন ৪.০৯ শতক প্রাপ্ত হন মর্মে প্রতীয়মান হয়। আবার মফিজা খাতুন মরনে মাতা ফয়জুন্নেসা .৬৮ শতক ও পুত্র ১৫-১৬ নং বিবাদী ১.৭০ শতক করে প্রাপ্ত হন। প্রতীয়মান হয় ফয়জুন্নেসা স্বামী ও কন্যা হতে (৩.৫১+ .৬৮) ৪.১৯ শতক প্রাপ্ত হয়েছেন। **[প্রদর্শনী-১৪]** পর্যালোচনায় দেখা যায় **বাদী মোহাং নাজেম গত ০৮/০১/১৯৭০ ইং তারিখে ১৫ নং বিবাদী আবদুর রহমান হতে নালিশী ১০৩১৬/১০৩১৭ দাগে ১.৬৬ শতক ভূমি খরিদ করেছেন।**

২৭) বাদীপক্ষের দাবিমতে ফয়জুন্নেসা নালিশী ১ নং তফসিলে নিরুপননামা মতে ৩।।/ কন্ট প্রাপ্তির দাবি করলেও দলিলে উল্লেখ না থাকায় বাদীর উক্তরুপ দাবি সঠিক নয়। তবে ফয়জুন্নেসা অংশানুপাতে ১.০৪ শতক ভূমি প্রাপ্য হবেন। এভাবে ফয়জুন্নেসা স্বামী ও কন্যা হতে ৪.১৯ শতক প্রাপ্ত হয়েছেন মর্মে পাওয়া গিয়াছে। ফয়জুন্নেসার প্রাপ্ত (১.০৪ + ৪.১৯) = ৫.২৩ শতকে ২ পুত্র **বাদী ২.০৯ শতক** ও ৫-৭ নং বিবাদীর পূর্ববর্তী মোহাম্মদ জমা ২.০৯ শতক এবং কন্যা ১৪ নং বিবাদী ১.০৫ শতক প্রাপ্ত হন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

২৮) আবার ২(ক) বন্দে ফয়ুজন্নেসা মাতা হতে ৪.২৫ শতক এবং বোন ফাতেমা হতে ০.৪৭ শতক ভূমি প্রাপ্ত হয়েছেন মর্মে পাওয়া যায়। সুতরাং ফয়েজ্জুন্নেসার প্রাপ্ত উক্ত ৪.৭২ শতকে **বাদী ওয়ারীশ হিসাবে ১.৮৮ শতক** ভূমি প্রাপ্ত হয়েছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

২৯) বাদীপক্ষের স্বীকৃতমতে নালিশী ২(ক) বন্দে বাদীর স্বত্বীয় ৫।। ১৪ তিল বা ১১.১১ শতক পরিমান সম্পত্তি ১৯৮৪-১৯৮৫ ইং সনের এল এ ৩৩/৩৪ নং মামলা মূলে অধিগ্রহন হলে বাদী উক্ত সম্পত্তি বাবদ ক্ষতিপূরনের অর্থ গ্রহন করেন। উপরের আলোচনা হতে দেখা যায় ২(ক) তফসিলোক্ত দাগে

বাদী খরিদসূত্রে প্রদর্শনী-৬,৭ ও ৮ মূলে (৪.২৫ + ৯.২৫) =১৩.৫০ শতক ও মাতা হতে ১.৮৮ শতক সহ সর্বমোট ১৫.৩৮ শতকে স্বত্ববান ছিলেন। কিন্তু নালিশী দাগে বাদীর স্বত্বীয় ১১.১১ শতক অধিগ্রহন হওয়ায় অবশিষ্ট ৪.২৭ শতক সম্পত্তিতে স্বত্ববান হন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সার্বিক পর্যালোচনায় বাদীপক্ষ ১(ক) তফসিলোক্ত সম্পত্তি মধ্যে খরিদ ও ওয়ারীশ সূত্রে (১.৫০+ ১.০০+ .৫০+ ৪.৩৩ + ৮.১৮ + ১.৬৬ + ২.০৯) = ১৯.২৬ শতক এবং ২(ক) তফসিলোক্ত সম্পত্তিতে ৪.২৭ শতক ভূমিতে স্বত্ববান হন মর্মে প্রতীয়মান হয়। উপরিউক্ত পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে আলোচ্য বিচার্য বিষয়টি বাদীপক্ষের অনূকূলে আংশিক নিষ্পত্তি করা হলো।

৩০) **বিচার্য বিষয় নং ৬ ঃ " বাদীপক্ষ নালিশী সম্পত্তি সংক্রান্তে বিভাগের প্রাথমিক ডিক্রী পাবার হকদার কিনা ?"**

যেহেতু ইতোমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে যে, নালিশী ১(ক) **তফসিলোক্ত সম্পত্তির মধ্যে ১৯.২৬ শতক এবং ২(ক) তফসিলোক্ত সম্পত্তিতে ৪.২৭ শতক ভূমিতে** বাদীর স্বত্ব স্বার্থ রয়েছে, সেহেতু বাদীপক্ষ উক্ত সম্পত্তি বাবদ বাটোয়ারার প্রাথমিক ডিক্রী পাবার হকদার মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। এভাবে উপরিউক্ত বিচার্য বিষয় টি বাদীপক্ষের অনুকুলে আংশিকভাবে নিষ্পত্তি করা হলো। সুতরাং অত্র মোকদ্দমা বন্টনের ডিক্রীযোগ্য।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

বিভাগের প্রার্থনায় আনীত অত্র মোকদ্দমা ১-৩ নম্বর বিবাদীর বিরুদ্ধে দোতরফাসূত্রে এবং অবশিষ্ট বিবাদীগণের বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে বিনাখরচায় পৃথক ছাহামসূত্রে বাটোয়ারার আংশিক প্রাথমিক ডিক্রী প্রদান করা হলো।

বাদীপক্ষ নালিশী ১(ক) তফসিল আন্দরে ১৯.২৬ শতক এবং ২(ক) নং তফসিল আন্দরে ৪.২৭ শতক ভূমিতে স্বত্ববান বিধায় উক্ত ভূমিতে পৃথক ছাহাম প্রাপ্ত হবেন।

পক্ষগনকে আগামী ৩০ (ত্রিশ) দিবসের মধ্যে আপসে ছাহামকৃত সম্পত্তি বন্টন করে নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো। ব্যার্থতায় বাদীর অথবা উক্ত যেকোন বিবাদী/ বিবাদীগনের প্রার্থনায় নির্ধারিত কমিশন ফি জমাদান সাপেক্ষে নালিশী জমি চুলচেরা বিভাগ বন্টনের জন্য একজন আইনজীবী কমিশনার নিয়োগ করা হবে। আইনজীবী কমিশনার বিভাগ বন্টনের সময় জমির সরস নিরস প্রকৃতি, পক্ষগনের সুবিধা অসুবিধা ও বিদ্যমান দখল যতদূর সম্ভব বাস্তবতার নিরিখে বিবেচনায় নেবেন।

আমার স্বহস্তে টাইফকৃত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া চট্টগ্রাম

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া চট্টগ্রাম